যুগান্তর

7 JAN 2000

পত্রিকা ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

# সিলেটের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহু শিক্ষার্থী এখনও পাঠ্যপুস্তক পায়নি

সিলেট ব্যুরো

সিলেট জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর হাতে মঙ্গলবার পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক পৌঁছেনি। জেলার ১২টি উপজেলার ১ হাজার ৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫টি এনজিও চালিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ১১ লাখ ৫৫ হাজার ৭টি বইয়ের চাহিদার বিপরীতে ১০ লাখ ৩ হাজার ৫৪৪টি বই পাওয়া গেলেও বিতরণ করা হয়েছে ০ লাখ ৮৫ হাজার। বাকি বইগুলো শিগগিরই বিতরণ করা হবে বলে জেলা শিক্ষা অফিস জানিয়েছে। জেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, সদর উপজেলায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর জন্য বইয়ের চাহিদা ১ লাখ ৭৩ হাজার ৬৯৭। দক্ষিণ সুরমায় ৯০ হাজার, গোলাপগঞ্জে ১ লাখ ৬ হাজার ৭৮৬, বালাগঞ্জে ১ লাখ ৫ হাজার ৯৫৫, কানাইঘাটে ৯৭ হাজার ৫১২, গোয়াইনঘাটে ৮০ হাজার ৭৭১, জকিগঞ্জে ১ লাখ ৮ হাজার ২৮১, বিশ্বনাথে ৮৭ হাজার ৬৫৭, কোম্পানীগঞ্জে ৫৪ হাজার ৩৫০ ও ফেঞ্চুগঞ্জে ৩৬ হাজার ৭৫৩টি বই। জেলা শিক্ষা অফিসের প্রদত্ত তথ্যে প্রাপ্ত বই থেকে ৭ লাখ ৮৫ হাজার ৪শ' বই বিতরণের পর তাদের হাতে রয়েছে ২ লাখ ৫ হাজার ১৪৪টি বই, যা বিতরণের অপেক্ষায়। এ অবস্থায় বাজারে বিনা মূল্যের বই প্রকাশ্যে বিভিন্ন লাইব্রেরিতে বিক্রি প্রসঙ্গে জেলা শিক্ষা অফিসার আবুল কালাম আজাদ জানান, এ অভিযোগটি আমাদের কাছে এসেছে। আমরা তদন্ত করে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে বিক্রির জন্য গায়ে লেখা বই বিক্রয়ের অনুমোদন আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরকারি বই বিতরণ নিয়ে অনেক অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, শিক্ষা খাতে সরকার বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়, অথচ কোমলমতি প্রাইমারির ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৫০ ভাগ পুরনো বই প্রতি বছর হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের নতুন বইয়ের প্রতি আলাদা আকর্ষণ থাকে। পুরনো বই নিয়ে প্রথম অবস্থায় তারা পড়তে চায় না। অভিভাবক আবদুর রহিম বলেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে তাদের নতুন বই দেয়া হোক।